গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

**বিষয়: পবিত্র ঈদ উল আযহা, ২০২১ উপলক্ষে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী ও দ্রুততম সময়ে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনার সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি<br>মাননীয় মন্ত্রী<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
| সভার স্থান | : | Zoom Platform |
| তারিখ ও সময় | : | ১৩ জুন ২০২১, সকাল ১১.০০ টা |
| উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা | : | **পরিশিষ্ট- 'ক'** |

**সভার আলোচনা:**

১.১ মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও গত ২০২০ সালে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা এবং কোরবানী কার্যক্রম যথাযথভাবে পালিত হয়েছে। চলতি বছরে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২১ জুলাই ২০২১ তারিখে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালিত হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে এ বছরে সকলের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি কে সূচনা বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি সভায় সংযুক্ত সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, পবিত্র ঈদ উল আযহা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। পশু কোরবানীর বিষয়ে একদিকে যেমন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে, অন্যদিকে খামারী, পশু বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থও জড়িত থাকে। পশুর হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, দ্রুততম সময়ে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে গত বছর যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি/ গাইডলাইন অনুসরণ করে কোরবানীর পশুর হাট আয়োজন এবং কোরবানীর ধর্মীয় আচার পালিত হয়। চলতি বছরে বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে করোনাভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এর অতি মাত্রায় সংক্রমণ রয়েছে। ফলে পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও পবিত্র ঈদ উল আযহা উদ্‌যাপনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তিনি বলেন, গত বছরের ন্যায় পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী, দ্রুততম সময়ে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে। তিনি সকল সিটি কর্পোরেশন এবং দপ্তর/ সংস্থার চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করা এবং কোন সীমাবদ্ধতা থাকলে তা পর্যালোচনার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

১.৩ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক পশুর হাট আয়োজন, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী এবং দ্রুততম সময়ে কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সকল পশুর হাটে বিতরণের জন্য ১(এক) লক্ষ মাস্ক, ৬(ছয়) লক্ষ পলিথিন ব্যাগ এবং ২০ হাজার Biodegradable ব্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এ বছরেও এটুআই কর্তৃপক্ষ, ই-কমার্স এসোসিয়েশনের সাথে আলোচনক্রমে অনলাইন Platform-এ পশুর হাট আয়োজন করা হবে। এছাড়াও, আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পশু কোরবানীর জন্য ২৫০টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭০০ জন ইমাম এবং ১,০০০ জন কসাইকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনসাধারণের সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য একটি হটলাইন চালু করা হবে। তিনি বিগত বছরের ন্যায় স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে টিভিসি প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

১.৪ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, চলতি বছরে পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে সীমিত পরিসরে ১৩টি স্থানে কোরবানীর পশুর হাট আয়োজন করা হবে। পশুর হাটসমূহে একমুখী চলাচল, সকলের মাস্ক পড়া, হাত ধোয়া এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনের বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটরিং করা হবে। হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। কোন খেলার মাঠ বা যান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন স্থানে কোরবানীর পশুর হাট আয়োজন করা হবে না। দ্রুততার সাথে বর্জ্য অপসারণের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশসমূহ হতে পৃথক টিম গঠন করে দেয়া হবে।

১.৫ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীতে তুলনামূলক পশু কোরবানীর সংখ্যা বেশি। তবু পশু কোরবানীর ১২-২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সকল বর্জ্য অপসারণ করা হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৩টি স্থায়ী পশুর হাট রয়েছে। এছাড়া, জেলা প্রশাসনের অনুমতিক্রমে ৯টি অস্থায়ী পশুর হাট আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। পশুর হাটসমূহে স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনের জন্য সকলকে উৎসাহিত করা হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। পশু কোরবানীর জন্য ৩০৪টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছরে জনগণ চামড়ার উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় যেখানে সেখানে চামড়া পড়ে ছিল। এ চামড়াসমূহ অপসারণের ক্ষেত্রে উক্ত সিটি কর্পোরেশনকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এর পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে চামড়ার উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১.৬ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে পশুর হাট আয়োজন ও পশু কোরবানী যথাযথভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে এ সভা আয়োজনের জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, খুলনা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ১টি মাত্র পশুর হাট স্থাপন করা হয়। এ বছর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পশুর হাটসমূহে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একমুখী চলাচল নিশ্চিত করা হবে। প্রতি বছর কোরবানীর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ করা হয়। প্রতি ওয়ার্ডেই একটি নির্দিষ্ট স্থান পশু কোরবানীর জন্য নির্ধারণ করা হয়। সে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় ব্লিচিং পাউডারসহ অন্যান্য এন্টিসেপটিক সরবরাহ করা হয়।

১.৭ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে পশুর হাট আয়োজনের জন্য নিজস্ব কোন স্থান নেই। ফলে উক্ত সিটি কর্পোরেশনের নিকটবর্তী ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক, টাঙ্গাইল সড়ক এবং সিলেট মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী ১৫টি স্থানে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় পশুর হাট আয়োজন করা হয়। পশুর হাটের বর্জ্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে যথাযথ নিষ্কাশন করা হয়।

১.৮ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে এ বছর জেলা প্রশাসনের সম্মতিক্রমে ১০টি স্থানে পশুর হাট আয়োজন করা হবে। সকল পশুর হাটেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি মান্য করার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যানার, লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী আয়োজন, কোরবানীকৃত স্থানসমূহে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানো এবং দ্রুততম সময়ে বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১.৯ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, উক্ত সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্য ৮টি স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাট আয়োজন করা হবে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ডিজিটাল প্লাটফরমে পশুর ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য দ্রুততম সময়ে নিষ্কাশনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সকল কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের সাথে সার্বিক সমন্বয় ও সকল জনপ্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১.১০ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান বলেন, উক্ত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থায়ী কোন পশুর হাট নেই। নগরীর উপকণ্ঠে তিনটি পশুর হাট রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পশুর হাটসমূহে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা সীমিত করা, মাস্ক ও গ্লাভস্ পরিহিত হয়ে প্রবেশ করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একমুখী চলাচল নিশ্চিত করা হবে। এ বছর ৩০টি ওয়ার্ডের প্রায় ১০০টি নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানসমূহে পশু কোরবানীর পরে পানি, ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। গত বছরের ন্যায় এ বছরও ১২ ঘণ্টায় শহরের বর্জ্য অপসারণ করা হবে।

১.১১ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব ইকরামুল হক বলেন, এ বছর কোরবানীর পশুর হাটে জনসমাগম সীমিত করা, জীবাণুনাশক প্রয়োগ, প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য বিধি মানার ব্যবস্থা করা হবে। ইমাম ও কসাইগণের মধ্যে এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পশুর হাটে অসুস্থ পশু ক্রয়-বিক্রয় রোধকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। পশুর হাটসমূহে ভারতীয় গরু প্রবেশ এবং সীমান্তবর্তী জনগণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কোরবানীকৃত পশুর চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিগত বছরের ন্যায় স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে টিভিসি প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

১.১২ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, ঈদ উল আযহা পালন উপলক্ষে বরাবরের মত তাঁর সিটি কর্পোরেশনের যথাযথ প্রস্তুতি রয়েছে। এ বছরও স্বাস্থ্য বিধি মেনে পশুর হাট আয়োজন এবং পশু কোরবানীর পর দ্রুততম সময়ে বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব হবে। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে এ উৎসব যথাযথ পালন উপলক্ষ্যে সরকারের সকল গাইডলাইন ও নির্দেশনা প্রতিপালন করা হবে।

১.১৩ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে গত বছরে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালন উপলক্ষে জনসাধারণ কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক টিভিসি বিটিভিসহ সকল টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছিল। উক্ত টিভিসি প্রচার অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছিল। এ বছরেও স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে টিভিসি প্রচারের জন্য প্রস্তুত করে দেয়া হলে তা বিটিভির সকল কেন্দ্র ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পশু কোরবানী বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিভি চ্যানেলসমূহে টক শো আয়োজন করা যেতে পারে।

১.১৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান বলেন, গত বছরের ন্যায় এ বছরও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ আদায়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু কোরবানী করা এবং কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য দ্রুততম সময়ে অপসারণের লক্ষ্যে মসজিদের খতিব ও ইমামগণের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও উক্ত নির্দেশনাই থাকবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ সকল বিষয়ে শীঘ্রই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১.১৫ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) জনাব নাজমুল হক খান বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিধি মেনে পশুর হাট আয়োজন, পশু কোরবানী ও কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গত বছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পক্ষ হতে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ বছর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে উক্ত গাইডলাইনটি হালনাগাদ করার কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই উক্ত গাইডলাইনটি জারি করা সম্ভব হবে।

১.১৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী বলেন, কোরবানীর পশূর হাটে সুস্থ ও নিরোগ পশু সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য খামারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কোরবানীর পশুর চামড়া যথাযথভাবে ছাড়ানোর বিষয়ে কসাইদের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পশুর হাটের পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বরাবরের মত এবারও প্রতিটি পশুর হাটে পশু চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

১.১৭ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা বলেন, প্রতি বছরই পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে সড়ক/ মহাসড়কে যাত্রী ও কোরবানীর পশু বহনকারী যান চলাচল বেড়ে যায়। ফলে সড়ক/ মহাসড়কের সন্নিকটে পশুর হাট আয়োজন করা হলে সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ফলে যানজট ও জনভোগান্তি লাঘবকল্পে সড়ক/ মহাসড়কের নিকটবর্তী স্থানে পশুর হাট আয়োজন হতে সকলকে বিরত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১.১৮ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফারুকুজ্জামান বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জায়গায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পশুর হাট আয়োজনের ক্ষেত্রে উক্ত মন্ত্রণালয়ের যথাযথ অনুমোদন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

১.১৯ জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব বশিরুল আলম বলেন, পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে পশুর হাট আয়োজন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

১.২০ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদ উল আযহার নিকটবর্তী সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, সিটি কর্পোরেশনসমূহের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য পুনরায় একটি follow up সভা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি হাটসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জাল টাকা সনাক্তকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১.২১ সভাপতি এবং মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, কোভিড-১৯ এর ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এর সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী সকল স্থানে অবৈধভাবে ভারতীয় গরুর ক্রয় বিক্রয় এবং জনচলাচল কঠোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গত বছরের ন্যায় এ বছরও স্থানীয় সরকার বিভাগের আয়োজনে বিটিভিসহ সকল টিভি চ্যানেলে সচেতনতামূলক টিভিসি প্রচার অব্যাহত থাকবে। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এর সন্নিকটে পশুর হাট আয়োজন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিকটস্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবেন। পশুর হাটসমূহে নগদ টাকার লেনদেন হওয়ায় হাটসমূহে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। কোরবানীর পশুর বর্জ্য দ্রুততম সময়ে অপসারণপূর্বক মহানগরীগুলোতে পূর্বের ন্যায় পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণকে অনুরোধ করেন।

১.১৩ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে গত বছরে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালন উপলক্ষে জনসাধারণ কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক টিভিসি বিটিভিসহ সকল টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছিল। উক্ত টিভিসি প্রচার অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছিল। এ বছরেও স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে টিভিসি প্রচারের জন্য প্রস্তুত করে দেয়া হলে তা বিটিভির সকল কেন্দ্র ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পশু কোরবানী বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিভি চ্যানেলসমূহে টক শো আয়োজন করা যেতে পারে।

১.১৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান বলেন, গত বছরের ন্যায় এ বছরও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ আদায়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু কোরবানী করা এবং কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য দ্রুততম সময়ে অপসারণের লক্ষ্যে মসজিদের খতিব ও ইমামগণের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও উক্ত নির্দেশনাই থাকবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ সকল বিষয়ে শীঘ্রই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১.১৫ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) জনাব নাজমুল হক খান বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিধি মেনে পশুর হাট আয়োজন, পশু কোরবানী ও কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গত বছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পক্ষ হতে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ বছর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে উক্ত গাইডলাইনটি হালনাগাদ করার কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই উক্ত গাইডলাইনটি জারি করা সম্ভব হবে।

১.১৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী বলেন, কোরবানীর পশূর হাটে সুস্থ ও নিরোগ পশু সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য খামারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কোরবানীর পশুর চামড়া যথাযথভাবে ছাড়ানোর বিষয়ে কসাইদের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পশুর হাটের পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বরাবরের মত এবারও প্রতিটি পশুর হাটে পশু চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

১.১৭ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা বলেন, প্রতি বছরই পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে সড়ক/ মহাসড়কে যাত্রী ও কোরবানীর পশু বহনকারী যান চলাচল বেড়ে যায়। ফলে সড়ক/ মহাসড়কের সন্নিকটে পশুর হাট আয়োজন করা হলে সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ফলে যানজট ও জনভোগান্তি লাঘবকল্পে সড়ক/ মহাসড়কের নিকটবর্তী স্থানে পশুর হাট আয়োজন হতে সকলকে বিরত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১.১৮ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফারুকুজ্জামান বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জায়গায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পশুর হাট আয়োজনের ক্ষেত্রে উক্ত মন্ত্রণালয়ের যথাযথ অনুমোদন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

১.১৯ জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব বশিরুল আলম বলেন, পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে পশুর হাট আয়োজন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

১.২০ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদ উল আযহার নিকটবর্তী সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, সিটি কর্পোরেশনসমূহের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য পুনরায় একটি follow up সভা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি হাটসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জাল টাকা সনাক্তকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১.২১ সভাপতি এবং মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, কোভিড-১৯ এর ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এর সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী সকল স্থানে অবৈধভাবে ভারতীয় গরুর ক্রয় বিক্রয় এবং জনচলাচল কঠোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গত বছরের ন্যায় এ বছরও স্থানীয় সরকার বিভাগের আয়োজনে বিটিভিসহ সকল টিভি চ্যানেলে সচেতনতামূলক টিভিসি প্রচার অব্যাহত থাকবে। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এর সন্নিকটে পশুর হাট আয়োজন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিকটস্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবেন। পশুর হাটসমূহে নগদ টাকার লেনদেন হওয়ায় হাটসমূহে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। কোরবানীর পশুর বর্জ্য দ্রুততম সময়ে অপসারণপূর্বক মহানগরীগুলোতে পূর্বের ন্যায় পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণকে অনুরোধ করেন।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

সভায় সকলের বক্তব্য গ্রহণ শেষে সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

| ক্রমিক | প্রস্তাবনা | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা |
|---|---|---|
| ১. | সড়ক/ মহাসড়কের ওপর বা সন্নিকটে কোন ক্রমেই পশুর হাট বসানো যাবে না। এ নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,<br>২.পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)<br>৩. জেলা প্রশাসক, সকল<br>৪. পুলিশ সুপার, সকল |
| ২. | কোরবানীর পশুর হাট ব্যবস্থাপনা এবং পশু কোরবানীকালীন স্বাস্থ্য বিভাগ প্রণীত গাইডলাইন যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। | ১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ<br>২. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ |
| ৩. | ক. কোভিড-১৯ এর ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এর সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী সকল স্থানে অবৈধভাবে ভারতীয় গরুর ক্রয় বিক্রয় এবং জনচলাচল কঠোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।<br>খ. পশুর হাটসমূহে নগদ টাকার লেনদেন হওয়ায় হাটসমূহে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। | ১. জননিরাপত্তা বিভাগ,<br>২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| ৪. | কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে পশুর হাট আয়োজন ও পশু কোরবানী যথাযথভাবে সম্পন্নকরণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য টিভিসি প্রচার অব্যাহত রাখা হবে। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রচারবোর্ডেও প্রচার চালাতে হবে। | ১. স্থানীয় সরকার বিভাগ,<br>২. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়,<br>৩. সকল সিটি কর্পোরেশন |
| ৫. | কোরবানীর পশুর হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার একমুখী চলাচল থাকতে হবে অর্থাৎ, প্রবেশপথ এবং বহির্গমনের পথ পৃথক হতে হবে। পাশাপাশি সকলে যাতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের হাটের প্রবেশ মুখে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র এবং হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত বেসিন, পানি, জীবাণুনাশক সাবান থাকতে হবে। | সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত ইজারাদার |
| ৬. | পশুর হাটে প্রবেশকারী সকলকে সামাজিক দূরত্ব অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাড়ানো, ভিতরে সাড়িবদ্ধভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রবেশ ও বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভীড় এড়াতে পবিত্র ঈদ উল আযহার ২/১ দিন পূর্বে পশু ক্রয়ের পরিবর্তে সময় হাতে রেখে পশু ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে। পশুর হাটে পশু ও ক্রেতার মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে পশুর হাটে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করতে হবে। | |
| ৭. | সকল পশুর হাটে পশুর সুস্থতা যাচাই করার জন্য ভেটেরিনারি চিকিৎসক/ সার্জন এর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৮. | ডিজিটাল প্লাটফর্মে পশুর হাট আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য-সেবা কেন্দ্র/ ডিজিটাল সেন্টারসমূহ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে। | ১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়<br>২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ<br>৩. সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা<br>৪. জেলা প্রশাসক (সকল)<br>৫. উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ (সকল) |
| ৯. | কোরবানীর পশুর হাটে জাল নোট সনাক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | ১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,<br>২. বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ১০. | জেলা প্রশাসকগণ পৌর মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে নিয়ে Video Confernece এর মাধ্যমে সভা করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন। এছাড়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করবেন। | জেলা প্রশাসক (সকল) |

| ক্রমিক | প্রস্তাবনা | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা |
|---|---|---|
| ১১. | সারাদেশে নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানীর পশু জবেহ করা নিশ্চিত করার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জনগণকে পশু কোরবানীর জন্য সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। কোনক্রমেই উন্মুক্ত স্থানে কিংবা সড়কে পশু জবেহ্ করা যাবে না। | ১. সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগসমূহ, স্থানীয় সরকার বিভাগ;<br>২. সকল সিটি কর্পোরেশন;<br>৩. সকল পৌরসভা। |
| ১২. | (ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোরবানীর পশু জবেহ এর স্থান, ইমাম এবং কসাইদের তালিকা করে নিজ নিজ এলাকার জনগণকে ওয়েবসাইট/ ডিজিটাল ডিসপ্লে/ মাইক/ লিফলেট/ ব্যানার/ ক্যাবল অপারেটর এর ম্যাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় যুব সংগঠন, সমবায় সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।<br>(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পশু জবাই এর স্থান স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে। বর্ষাকাল বিবেচনায় উক্ত স্থানে সামিয়ানা/ ত্রিপল টাঙ্গানোসহ জনগণকে প্রয়োজনীয় বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ১. সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগসমূহ, স্থানীয় সরকার বিভাগ;<br>২. সকল সিটি কর্পোরেশন;<br>৩. সকল পৌরসভা।<br>৪. সকল ইউনিয়ন পরিষদ |
| ১৩. | (ক) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে পশু কোরবানীর করার বিষয়ে কসাইদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।<br>(খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কোরবানি হাটে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মোটা তাজাকরণকৃত/ রোগমুক্ত গরু সরবরাহ কাজ শুরু করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করবে। প্রতিটি হাটে একটি বুথ স্থাপন করতে হবে। | ১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়<br>২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ১৪. | ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালাবে। | ১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও<br>২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ১৫. | তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে পশুর হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভূমিকা এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু জবেহ্ করার বিষয়ে প্রচারণা চালাবে। | ১. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়;<br>২. গণযোগাযোগ অধিদপ্তর |
| ১৬. | সকল মোবাইল কোম্পানীর মাধ্যমে কোরবানীর পূর্বে সকল মোবাইল গ্রাহককে স্বাস্থ্য বিধি পালন করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করার আবেদন/ প্রচারণা সম্বলিত এসএমএস প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও<br>২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন |
| ১৭. | রেল ও সড়ক কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত স্থান, কলোনী এবং ও রাজউকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জায়গা অস্থায়ী ভিত্তিতে পশু জবেহ্র জন্য স্থান হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে হবে। | রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| ১৮. | কোরবানীর পর্যাপ্ত সময় পূর্বে এলাকাভিত্তিক পশুর হাট এবং পশু জবেহ্র নির্ধারিত স্থানের তালিকা প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরদের সহায়তা গ্রহণ করবে। | ১. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়<br>২. সকল সিটি কর্পোরেশন;<br>৩. সকল উপজেলা পরিষদ<br>৪. সকল পৌরসভা।<br>৫. সকল ইউনিয়ন পরিষদ |
| ১৯. | কোরবানীর ১৫ দিন পূর্বে সব সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। | ১. সকল সিটি কর্পোরেশন;<br>২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)<br>৩. জেলা প্রশাসক (সকল) |

| ক্রমিক | প্রস্তাবনা | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা |
|---|---|---|
| ২০. | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশু কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানসমূহ দ্রুততম সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করবে। ব্যক্তি উদ্যোগে বাড়ির আঙ্গিনায় পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে নাগরিকদের উদ্যোগে কোরবানীর স্থান পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। | ১. সকল সিটি কর্পোরেশন;<br>২. সকল উপজেলা পরিষদ<br>৩.সকল পৌরসভা।<br>৪. সকল ইউনিয়ন পরিষদ |

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/২১.০৬.২০২১
মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৩.০০২.২০.৬১৭/১(১০০)

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪২৮
২২ জুন ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৫. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. বিভাগীয় কমিশনার, ........................................ বিভাগ (সকল)।
১৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ........................................ সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
১৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২০. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. জেলা প্রশাসক, ........................................ জেলা (সকল)।
২২. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২/ ইউনিয়ন পরিষদ-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ........................................ জেলা (সকল)।
২৪. সিনিয়র সহকারী সচিব (উপজেলা-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. মেয়র, ........................................পৌরসভা (সকল)
২৬. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

22.06.2021

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫

| ক্রমিক | প্রস্তাবনা | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা |
|---|---|---|
| ২০. | ২৪ ঘন্টার মধ্যে পশু কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানসমূহ দ্রুততম সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করবে। ব্যক্তি উদ্যোগে বাড়ির আঙ্গিনায় পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে নাগরিকদের উদ্যোগে কোরবানীর স্থান পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। | ১. সকল সিটি কর্পোরেশন;<br>২. সকল উপজেলা পরিষদ<br>৩.সকল পৌরসভা।<br>৪. সকল ইউনিয়ন পরিষদ |

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**স্বাক্ষরিত/২১.০৬.২০২১**
মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০৩৯.২০১৯- ৫৩৯

তারিখ- ১৩ আষাঢ় ১৪২৮
২৭ জুন ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলোঃ

২৭/৬/২১

(মোঃ আবুজাফর রিপন পিএএ )
উপসচিব
ফোন: ০২২২৩৩৫৩৩৭৪
ই-মেইল-up1lgd@gmail.com

জেলা প্রশাসক (সকল)
--------------------------------জেলা।

অনুলিপিঃ(সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

১. উপসচিব (সিটি-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. অতিরিক্ত সচিব (ইউপি)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।